বিশ্বকাপের উঠতি তারকারা

বিশ্বকাপ মানে নতুন তারকার উদয়। রোনাল্ডো, মেসি, নেইমারদের ভিড়ে নতুন তারার খোঁজে অঞ্জন চক্রবর্তী

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিয়োনেল মেসি, নেইমার জুনিয়ার। আসন্ন রাশিয়া বিশ্বকাপে গোটা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের নজর সবথেকে বেশি থাকবে যাদের উপরে। নতুন করে এই তিন ফুটবল মহাতারকার কিছু প্রমাণ করার নেই। ২০১৮ সাল তাঁদের কেরিয়ারের বর্ণময় মুকুটে নতুন পালক যোগ করে কিনা, সেটা দেখতেই মুখিয়ে থাকবেন সকলে। ইতিমধ্যে দেশের হয়ে সাফল্য ও ব্যর্থতা সঙ্গী তিনজনেরই। তবে বিশ্বকাপের মঞ্চে সেরা হয়ে ওঠা একেবারে অন্যরকমের কৃতিত্ব। রোনাল্ডো, মেসি বা নেইমার নয় বরং আসন্ন রাশিয়া বিশ্বকাপে নায়ক হওয়ার দৌড়ে থাকা একঝাঁক ডার্কহর্সদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেব আমরা। ইতিমধ্যে ক্লাব ও দেশের জার্সিতে তারা প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন, বিশ্বমঞ্চেও তারা সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

মহম্মদ সালাহ (মিশর)

লিভারপুলের হয়ে প্রথম মরশুমেই এককথায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন। গোলের ফুলঝুরি ছোটানোর পাশাপাশি তৈরি করেছেন একের পর এক সুযোগও। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের দুরন্ত স্বপ্নের দৌড়ের কারিগর প্রায় একার কৃতিত্বে নিজের দেশকে ২৮ বছর পরে বিশ্বকাপের টিকিট পাইয়ে দিয়েছেন। লিভারপুল ও ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি প্রাক্তনী স্টিফেন জেরার্ড তাই সালাহকে বলছেন, 'এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ফুটবলার।'

লিওন গোরেৎগজা ও টিমো ওয়ের্নার (জার্মানি)

২০১৭ কনফেডারেশনস কাপে তারুণ্য নীতিতে জোর দিয়ে জার্মানির সাপ্লাই লাইন গড়তে চেয়েছিলেন জোয়াকিম লো। তার যে প্রয়াসের সেরা দুই ফসল লিওন গোরেৎগজা ও টিমো ওয়ের্নার। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানদের মাঝমাঠে আপাতত স্তম্ভ তরুণ গোরেৎগজা। আর আপফ্রন্টে ভয়ংকর ওয়ের্নার। কনফেডারেশনস কাপের সোনার বুটজয়ী ফের রাশিয়ায় বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের ছাপ ফেলতে চাইবেন। নজর রাখতে হবে হবে টনি ক্রুজ, জুলিয়ান ড্রাক্সলারের দিকেও।

কেভিন ডি ব্রুয়েনা ও ইডেন হ্যাজার্ড (বেলজিয়াম)

পেপ গুয়ার্দিওলার প্রশিক্ষণাধীন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগজয়ী ম্যাঞ্চেস্টার সিটি দলের সেরা অস্ত্র। বেলজিয়ামের রাইট উইংয়ে কেভিনডি ব্রুয়েনার উপরে নজর রাখতেই হবে। প্রতিযোগিতার ডার্ক হর্স বেলজিয়ামের অপর উইংয়ে রয়েছেন আর এক শিল্পী ফুটবলার ইডেন হ্যাজার্ড।

বার্নাডো সিলভা ও গঙ্কালো গুয়েডেস (পোর্তুগাল)

২০১৬ ইউরো কাপজয়ী পোর্তুগাল দলের হয়ে প্রথম ছাপ ফেলেছিলেন। আপাতত সিটি দলেও নজর কাড়ছেন বার্নাডো সিলভা। নজর রাকুন পোর্তুগালের ২১ বছরের আরেক উইঙ্গার গুয়েডেসের দিকেও। রোনাল্ডোকে গোলের বল সাজিয়ে দিতে সবথেকে বড় ভূমিকা নিতে হবে ভ্যালেন্সিয়ার গুয়েডেস ও সিটির সিলভাকে।

উইলিয়ান ও ফিলিপে কুটিনহো (ব্রাজিল)

বার্সেলোনায় দেশোয়ালি নেইমারের পরিবর্তে এলেও আপাতত আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান ভরাটের গুরুদায়িত্ব কুটিনহোর উপরে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা রাশিয়ায় জোগো বোনিতো দেখাবে কিনা সেটা অনেকাংশে নির্ভর করবে কুটিনহো ও চেলসির উইলিয়ানের উপরেই।

ইসকো ও অ্যাসেনসিও (স্পেন)

জাভি, ইনিয়েস্তাদের ছায়া থেকে বেরিয়ে আপাতত স্পেনের মাঝমাঠের বড়ো ভরসা ইসকো। রিয়ালের জার্সিতে ফ্রি ফুটবল খেলার সুযোগ না পেলেও স্পেনের হয়ে নিজের ফেভারিট পজিশনে খেলা ইসকোকে পাওয়া যায় একেবারে অন্য ছন্দে। তরুণ প্রতিভাবান উইঙ্গার মার্কো অ্যাসেনসিও তার রিয়ালের ফর্ম বিশ্বকাপে দেখাতে পারলে হয়ে উঠতে পারেন সেরা তারকা।

কাইলান এমবাপে (ফ্রান্স)

অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যে ভরপুর এবারের ফ্রান্স দলের উপরে প্রত্যাশা অনেক। একাদিক তারকা ফুটবলার থাকলেও বাড়তি নজর থাকবে টিন সেনসেশন এমবাপের দিকে।

এ ছাড়াও নজর রাখুন **ক্যারল লিনেট্টি** (পোল্যান্ড), **ডেনিস জাকারিয়া** (সুইজারল্যান্ড), **হিরভিং লোজানো** (মেক্সিকো), **রডরিগো বেন্টাঙ্কুর** (উরুগুয়ে), **পিওনো সিসটো** (ডেনমার্ক), **আলিরেজা জাহানবাগ্‌কস** (ইরান), **সেরগেজ মিলিনকোভিচ-সাভিচ** (সার্বিয়া)-এর মতো একঝাঁক তরুণ ফুটবলারের দিকে।

লিনেট্টিকে বলা হচ্ছে পোল্যান্ডের ইনিয়েস্তা। ২০১৬ থেকে সিরি আ-র দল সাম্পদোরিয়ার হয়ে খেলে দারুণ উন্নতি করেছেন। বুন্দেশলিগার আবিষ্কার বলা হচ্ছে ২১ বছরের জাকারিয়াকে। ভালো ফুটবল জ্ঞান ও ভিশন থাকা এই তরুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন লোথার ম্যাথিউস। লোজানো ২২ বছরেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। রোনাল্ডো, রোমারিওদের পিছনে ফেলে পিএসভি আইন্দোভেনের জার্সিতে প্রথম ১১ ম্যাচেই করে ফেলেছেন ১০ গোল। ২০ বছরের বেন্টাঙ্কুর জুভেন্তাসের জার্সিতে সাড়া ফেলেছেন। দু'পা সমান চলে, মাঝমাঠে দারুণ ওয়ার্কলোড নেন। প্রায় একইরকম খেলার ধরন ২২ বছরের সেরগেজের।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অনধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ে লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান--
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেলঃ kheltekhelteubs@gmail.com